শীত-বসন্ত

অনিরুদ্ধ দেব

এডুকেশনাল ফোরাম
৩৫সি, চাউলপট্টি রোড
কলকাতা - ৭০০০১০

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার দুই রানি। সুয়োরানি, আর দুয়োরানি। সুয়োরানি খুব খারাপ। সে শুধু দুয়োরানিকে মারে, ভালো ঘরটা নিয়ে নেয়, ভালো খাবারটা খেয়ে নেয়। দুঃখে দুয়োরানির দিন কাটে।

সুয়োরানির ছেলেপিলে হয় না। দুয়োরানির দুই ছেলে — শীত আর বসন্ত। সুয়োরানি তাদেরও ভালোবাসে না। কথায় কথায় তাদের বকে, মারে।

একদিন সুয়োরানি দুয়োরানিকে ডেকে বলল, "দুয়ো, দুয়ো, চল, নদীর ঘাটে চান করে আসি। তুই আমার মাথায় সাবান দিবি, আমি তোর মাথায় সাবান দেব।"

দুয়োরানি কিছু বুঝল না। সরল মনে চলল স্নান করতে।

ঘাটে গিয়ে, সুয়োরানি দুয়োরানির মাথায় সাবান ঘষতে ঘষতে একটা মন্ত্র-পড়া ওষুধের বড়ি টিপে দিল। কোন গুনিনের কাছ থেকে এনেছিল, কে জানে!

দুয়োরানি অমনি সোনার টিয়াপাখি হয়ে "টি টি" করে উড়ে চলে গেল।

বাড়ি ফিরে সুয়োরানি সবাইকে বলল, "দুয়োরানি নদীর জলে ডুবে মরে গেছে।"

রাজা তাই বিশ্বাস করল। দুঃখ করল, কাঁদল, কিন্তু কী আর করা যাবে, রানি তো মরেই গেছে।

মা-হারা শীত-বসন্তের দুঃখের সীমা রইল না।

আর দুঃখিনী দুয়োরানি উড়তে উড়তে আর এক রাজার রাজ্যে গিয়ে পড়ল। রাজা দেখে, সোনার টিয়া!

রাজার মেয়ে, টুকটুকে রাজকুমারী, বলল, "বাবা, আমি সোনার টিয়া নেব।" টিয়া-দুয়োরানি রাজকুমারীর কাছে সোনার খাঁচায় রইল।

দিন যায়, বছর যায়।

সুয়োরানির একে একে তিন ছেলে হল। হায়, হায়! এ কী ছেলে! তারা এতই রোগা যেন বাঁশের পাতা। ফুঁ দিলে উড়ে যায়। ছুঁতে গেলে মরে! সুয়োরানি দুঃখে কেবল কাঁদে। শীত আর বসন্তের কী সুন্দর চেহারা!

রোগা তিন ছেলে নিয়ে কষ্টে দিন কাটে সুয়োরানির। মনে কেবল হিংসা। খেতে দেবার সময় নিজের ছেলের পাতে কত ভালো ভালো খাবার, ঘি-য়ে ভাজা পঞ্চ-ব্যঞ্জন দেন; শীত-বসন্তের পাতে দেন নুন ছাড়া, তেল ছাড়া, ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত, শাকের ওপর দেন ছাই।

কিন্তু তাতেও কিছু হয় না।

রানি গুনিনের কাছে শিখে শীত-বসন্তকে মারার জন্য ভাঙা কুলোয় করে মন্ত্র-পড়া উনুনের ছাই নদীর জলে ভাসিয়ে দিল।

তাতেও কিছু হল না।

শেষে, একদিন শীত-বসন্ত পাঠশালা থেকে ফেরা মাত্র সৎ-মা সুয়োরানি তাদের গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিল!

তারপর রানি নিজের ছেলেদের মেরে, ঘরের জিনিস-পত্র ভেঙে, নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে, কাপড় ছিঁড়ে, গয়না খুলে হই-চই লাগিয়ে দিল।

দাসীরা গিয়ে রাজাকে খবর দিল।

রাজা এসে বলল, "একী! তোমার এই দশা কে করেছে? কে তোমার ছেলেদের মেরেছে?"

দুষ্টু রানি বলল, "শীত-বসন্ত। আমার ছেলেদের মেরেছে, আমাকে মেরেছে, গাল দিয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, শীত-বসন্তের রক্ত না পেলে আমি আর চান করব না।"

রাজা আদেশ দিল, "শীত-বসন্তকে কেটে তাদের রক্ত এনে রানিকে দাও, রানি চান করবে।"

জল্লাদ শীত-বসন্তকে বেঁধে নিয়ে গেল।

শীত-বসন্তকে এক বনের মধ্যে এনে খড়্গ নামিয়ে জল্লাদ দু-জনের বাঁধন খুলে, রাজপোশাক খুলে ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে দিল।

শীত বলল, "ভাই, কপালে এই ছিল!"

বসন্ত বলল, "দাদা, আমাদের কী হবে?"

শীত বলল, "ভাই, আমরা মরে যাব, এতদিন পরে আমরা মায়ের কাছে যাব।"

কাঁদতে কাঁদতে জল্লাদ বলল, "রাজকুমার, তোমাদের কোলেপিঠে করে